ঢাকার কেরাণীগঞ্জে র‍্যাবের গুলিতে দুই যুবক নিহত

তথ্যানুসন্ধানী প্রতিবেদন

অধিকার

১২ এপ্রিল ২০০৮ ঢাকার লালবাগ থানার বাসিন্দা আনোয়ার হোসেন আনু (৩৭) ও মোঃ বাবুল (৩৮) দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানায় অবস্থানকালে র‍্যাব-১০-এর সদস্যদের গুলিতে নিহত হন বলে নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে।

মানবাধিকার সংগঠন *অধিকার* সরেজমিনে ঘটনাটির তথ্যানুসন্ধান করে।
তথ্যানুসন্ধানকালে *অধিকার* কথা বলে

১. নিহতদের পরিবার ও আত্মীয়স্বজন
২. ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী
৩. ময়নাতদন্তকারী ডাক্তার
৪. হাসপাতালে লাশ কাটার কাজের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি এবং
৫. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সাথে।

হেলেনা বেগম (২৯), আনুর ছোট ভাইয়ের স্ত্রী

আনুর ছোট ভাই আরিফ হোসেন বাদলের স্ত্রী হেলেনা বেগম (২৯),*অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ বিকেল ৩.০০টার দিকে আনু মোটর সাইকেল নিয়ে বাড়ী থেকে বের হয়ে যান। রাত ৯.০০টার দিকে আনুর ছোট ভাই মোশারফ হোসেন পাপ্পু মোবাইল ফোনে তাঁদের জানান, সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে আগানগরে বুড়িগঙ্গা ব্রীজের কাছে র‍্যাব আনুকে গ্রেপ্তারের পর গুলি করে হত্যা করেছে। হেলেনা বলেন, রাত ১১.০০টার দিকে তিনি আনুর স্ত্রী প্রিয়াকে সঙ্গে নিয়ে প্রথমে উত্তর কেরাণীগঞ্জ থানা এবং পরে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানায় যান। তিনি বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা আনুর ব্যাপারে কিছু জানে না বলে জানালে তাঁরা তাঁদের কেরাণীগঞ্জের রসুলপুরের বাসায় ফিরে যান। ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ ভোর ৫.০০টার দিকে তিনি আনুর মেয়ে আফরিন ও স্ত্রী প্রিয়াকে নিয়ে তাঁদের লালবাগের বাসায় যান। লালবাগে ফিরে তিনি তাঁর দেবর পাপ্পুর কাছ থেকে জানতে পারেন, *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার ভেতরে আনু র‍্যাব-১০-এর গুলিতে নিহত হয়েছেন। হেলেনা বলেন, সকাল ৭.০০টার দিকে তিনি তাঁর বোন সেলিনাকে সঙ্গে নিয়ে আগানগর বড়মসজিদ রোডে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং-এ* গিয়ে দেখতে পান, ৪/৫ জন পুলিশ সদস্য কারখানার গেটে বসে আছেন। তাঁরা কারখানার ভেতরে ঢোকার চেষ্টা করলে পুলিশ সদস্যরা তাঁদের বাধা দেন। তিনি বলেন, ভিতরে ঢুকতে না দিলে পুলিশ সদস্যদের সঙ্গে তাঁদের কথাকাটাকাটি হয়। হেলেনা বলেন, আনুকে কী অবস্থায় রাখা হয়েছে তা জানতে চাইলে এক হাত দিয়ে তাঁর চুলের খোঁপা এবং অন্য হাত দিয়ে বাম বাহু ধরে অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করতে করতে ইউসুফ নামে এক পুলিশ সদস্য তাঁকে টেনেহেঁচড়ে দুরে নিয়ে যান। তিনি আবার ছুটে এসে অন্য এক পুলিশ সদস্যের কাছে কান্নাকাটি করে একবার আনুর লাশ দেখতে চান। তখন অন্য এক পুলিশ সদস্য তাঁদেরকে কারখানার ভিতরে নিয়ে যান। কারখানার ভিতরে গিয়ে তিনি পুকুরের উপরে স্থাপিত কারখানার একটি কাঠের পাটাতনের নিচে কাপড় রং করার কাজে ব্যবহৃত নোংরা পানির মধ্যে পাশাপাশি দুটি লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, আনুর লাশটির অর্ধেক পানিতে ছিল এবং মাথাটি পিছনের দিক ঝুঁকে ছিল। আনুর লাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি আরো বলেন, গুলিতে আনুর মাথার পিছন দিক ঝাঁঝরা হয়ে যায় এবং ডান চোখ, নাক ও মুখের ডান পাশ খসে যায়। আনুর ডান হাতের কাছে একটি পিস্তল এবং ৩০/৩৫ টি গুলির খোসা পড়ে ছিল। আনুর লাশ দেকে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে শুরু করলে একজন পুলিশ সদস্য তাঁকে টেনেহেঁচড়ে সেখান থেকে সরিয়ে আনেন এবং বিশ্রী ভাষায় গালিগালাজ করেন। তিনি বলেন, দুপুর ১.০০টা পর্যন্ত পুলিশ তাঁদের বসিয়ে রাখেন। ১১.০০টার দিকে

একদল র‍্যাব সদস্য এসে তাঁদেরকে আটকে রাখতে বললে পুলিশ তাঁদেরকে আটকে রাখে। দুপুর ১.০০টার দিকে একজন ম্যাজিস্ট্রেট এসে তাঁদেরকে ছেড়ে দিতে বললে পুলিশ তাঁদেরকে ছেড়ে দেয় এবং আনুর লাশ নেওয়ার জন্য স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মর্গে যেতে বলে। হেলেনা বলেন, সন্ধ্যা ৬.৩০টার দিকে তাঁরা আনুর লাশ নিয়ে বাড়ী ফেরেন।

মোশারফ হোসেন পাপ্পু (২৯), আনুর ছোট ভাই

পাপ্পু *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে আগানগর থেকে তাঁর এক বন্ধু ফোনে তাঁকে জানায়, গ্রেপ্তারের পর র‍্যাব আনুকে গুলি করে হত্যা করেছে।

প্রিয়া বেগম (৩০), আনুর স্ত্রী

প্রিয়া বেগম *অধিকার*কে জানান, তাঁর স্বামী ফলের ব্যবসা করতেন। ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ বিকাল ৩.০০টার দিকে বাবুল নামে তাঁর এক বন্ধুর ফোন পেয়ে আনু মোটর সাইকেলে করে আগানগরের উদ্দেশ্যে বাসা থেকে বেরিয়ে যান। যাওয়ার সময় তিনি বলে যান তিনি তাঁর পাওনা ২ লাখ ৪০ হাজার টাকা আনতে যাচ্ছেন। তিনি বলেন, বাসা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার সময় আনুর কাছে একটি মোবাইল ফোন এবং গলায় একটি স্বর্ণের চেইন ও হাতে একটি স্বর্ণের আংটি ছিল। রাত ৯.১৫টার দিকে তাঁর দেবর বাদলের স্ত্রী হেলেনা তাঁকে বলেন, আনু র‍্যাবের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। প্রিয়া আরো বলেন, তাৎক্ষনিকভাবে তিনি হেলেনাকে সঙ্গে নিয়ে উত্তর কেরাণীগঞ্জ থানা এবং দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানায় যান। উত্তর ও দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা থেকে আনুর ব্যাপারে কোন তথ্য না পেয়ে তাঁরা তাঁদের রসুলপুরের বাসায় ফিরে যান। তিনি বলেন, পরে তিনি তাঁর স্বামী *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার ভিতরে র‍্যাবের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে খবর পেয়ে ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সকাল ৯.০০টার দিকে হেলেনা ও সেলিনাকে আগানগরে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানায় পাঠান। ওইদিন সন্ধ্যা ৬.৩০টার দিকে তাঁরা আনুর লাশ নিয়ে বাসায় ফেরেন। প্রিয়া বলেন, গুলির চিহ্নগুলোর ধরন দেখে তাঁর মনে হয়েছে আনুকে ধরে কাছ থেকে গুলি করে হত্যা করা হয়েছে। তিনি তাঁর স্বামীর হত্যার বিচার দাবী করেন।

সাহেরা বেগম (৬০), আনুর মা

সাহেরা বেগম *অধিকার*কে বলেন, আনুর নামে যে-কয়টি মামলা ছিল সেগুলোর মধ্যে একটি হত্যা মামলায় ও একটি বিস্ফোরক মামলায় আনু জামিনে ছিলেন। তিনি বলেন, বাকী মামলাগুলোর রায়ে খালাস হলেও পুলিশের ভয়ে তিনি বেশির ভাগ সময় ভুটানে থাকতেন এবং দেশে এলে কেরাণীগঞ্জের রসুলপুর এলাকায় আত্মগোপন করে থাকতেন। ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে তাঁর ছোট ছেলে পাপ্পু ফোনে তাঁদের জানান, আনুকে র‍্যাব গ্রেপ্তার করেছে। তিনি বলেন, রাত ৯.০০টার দিকে তাঁরা খবর পান, আনু র‍্যাবের গুলিতে নিহত হয়েছেন। সাহেরা বলেন, আনুর মোটর সাইকেল, মোবাইল ফোন সেট এবং স্বর্ণের চেইন ও আংটি পুলিশ ফেরত দেয় নি।

মোঃ শামীম (৩১), নিহত বাবুলের ছোট ভাই

বাবুলের ছোট ভাই শামীম *অধিকার*কে জানান, লালবাগ থানায় বাবুলের নামে দুটি মামলা থাকায় বাবুল দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জের আগানগর এলাকায় প্রায় তিন মাস যাবৎ পালিয়ে ছিলেন। তিনি বলেন, ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে বাংলাদেশ টেলিভিশনে সকাল ৮.০০টার সংবাদে প্রচার করা হয়, আগানগর এলাকায় র‍্যাব-১০-এর অভিযানে বাবুল ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। ঘটনাটি বাড়ীর লোকজনকে জানিয়ে তিনি পূর্ব ইসলামবাগের বাসা থেকে দ্রুত আগানগরে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানায় গিয়ে বাবুলের লাশ দেখতে পান। শামীম বলেন, তিনি পাশপাশি দুটি লাশ দেখতে পান। তিনি বলেন, বাবুলের লাশের বুক পর্যন্ত কারখানার নোংরা পানির মধ্যে ডুবে ছিল। লাশের বর্ণনা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, বাবুলের ডান হাতের কব্জিতে একটি গুলির চিহ্ন ছিল এবং আরেকটি গুলি মাথার পিছনে লেগে বাম চোখ ভেদ করে বেরিয়ে য়ায়। শামীম আরো বলেন,

স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে বাবুলের লাশ নিয়ে সন্ধ্যা ৬.০০টার দিকে তিনি বাসায় ফেরেন।

জহুরা বেগম(৬০), বাবুলের মা

জহুরা বেগম *অধিকার*কে বলেন, বাবুলের নামে দুটি মামলা থাকলেও দুটি মামলায়ই তিনি জামিনে ছিলেন। তিনি বলেন, বাবুল একটি প্লাস্টিক কারখানায় কাজ করতেন। র‍্যাব বাবুলকে গুলি করে হত্যা করেছে বলে তিনি অভিযোগ করেন।

মোঃ সেলিম মাহমুদ (বাঁধন) (২৬), ম্যানেজার ,*আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং*, আগানগর, কেরাণীগঞ্জ

মোঃ সেলিম মাহমুদ (বাঁধন) (২৬) *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ কারখানায় কাজ চলছিলো। বিকাল ৫.০০টার দিকে রঙ বিক্রির ব্যাপারে লালবাগের আনোয়ার হোসেন আনু, ইসলামবাগের বাবুল হোসেন, হাজারীবাগের নাজির এবং যাত্রাবাড়ীর নাহিদসহ আরো কয়েকজন তাঁর কারখানায় আসেন। তিনি বলেন, সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে লোডশেডিংয়ের সময় কাজ বন্ধ রেখে তাঁরা সবাই কারখানার গেটের সামনের রোডের উপর বসে গল্প-গুজব করছিলেন। তিনি আরো বলেন, বিদ্যুৎ চলে আসার সঙ্গে সঙ্গে একদল অপরিচত লোক এসে তাঁদের সঙ্গে কারখানার ভিতরে ঢোকেন এবং দ্রুত র‍্যাবের পোষাক পরে কারখানার দরজা বন্ধ করে দেন। তিনি বলেন, তারা যখন দরজা বন্ধ করছিলেন, তখন সমস্ত লোকের ভিড় ঠেলে আনু কারখানা থেকে বের হয়ে দৌড় দেন। কয়েকজন র‍্যাব সদস্য তাঁর পিছনে ছুটে যান। বাকী ৭/৮ জন র‍্যাব সদস্য এক এক করে কারখানার সব শ্রমিককে জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন। সেলিম বলেন, এক পর্যায়ে র‍্যাব সদস্যরা কারখানার মালিক তারেক রহমানের হাতে হাতকড়া লাগান এবং কালো কাপড় দিয়ে তাঁর চোখ বেঁধে ফেলেন। তিনি বলেন, র‍্যাব সদস্যরা কিল-ঘুষি মেরে তারেককে কয়েকবার মাটিতে ফেলে দেন। তাঁরা শ্রমিকদের চিৎকার চেঁচামেচি করতেও নিষেধ করেন। সেলিম বলেন, শ্রমিকরা কোন কথা বললে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের ঘাড়ে পিস্তলের নল ঠেকিয়ে গুলি করার ভয় দেখাচ্ছিলেন এবং অশ্লীল ভাষায় গালিগালাজ করছিলেন। কালো কাপড় দিয়ে হাজারীবাগের নাজিরের চোখ বেঁধে এবং হাত দুটি পিছমোড়া করে বেঁধে র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে লাথি ও কিল-ঘুষি মারেন। র‍্যাব সদস্যরা যাত্রাবাড়ীর নাহিদকেও আটক করেন। সেলিম বলেন, শ্রমিকদের ভিতর থেকে র‍্যাব সদস্যরা বাবুলকে ধরেই হাতকড়া পরিয়ে পিস্তলের মাথা দিয়ে বাবুলের মাথার পিছনে ৩/৪টি বাড়ি মারলে বাবুল মাটিতে পড়ে যান। তিনি বলেন, রাত ১০.০০টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা পুরো আগানগর এলাকা ঘেরাও করে তারেক, নাজির ও নাহিদকে চোখবাঁধা অবস্থায় কারখানার বাইরে বসিয়ে রাখেন এবং বাবুলকে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার দিকে নিয়ে যান। তিনি আরো বলেন, কিছুক্ষণ পর তিনি অনেকগুলো গুলির শব্দ শুনতে পান। ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সকালে কারখানা থেকে বের হয়ে বিভিন্ন লোকের মুখে শুনতে পান, র‍্যাব সদস্যরা আনু এবং বাবুলকে গুলি করে মেরে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার পুকুরে তাঁদের লাশ ফেলে রেখেছে।

অবুঝ কাশেম (৪২), *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার মালিক

অবুঝ কাশেম *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে কারখানা থেকে ম্যানেজার ফোন করে তাঁকে জানান, একদল সন্ত্রাসী দৌড়ে এসে তাঁদের কারখানার ভিতরে লুকানোর কারণে র‍্যাব সদস্যরা কারখানা ঘেরাও করে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন এবং অনবরত কারখানার ভিতরে গুলি ছুঁড়ছেন। তিনি বলেন, সংবাদ শুনে তিনি যখন কারখানার দিকে আসছিলেন, তখন *আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং*-এর কাছে এলেই র‍্যাব সদস্যরা তাঁকে বাঁধা দেন। তিনি আরো বলেন, রাত ১১.০০টা পর্যন্ত থেমে থেমে বিকট শব্দে গুলি হচ্ছিল এবং এলাকায় কারফিউ-এর মত পরিবেশ তৈরী হয়েছিল। রাত ১২.০০টার দিকে তিনি কারখানায় এসে দেখেন, ২০ জন শ্রমিককে র‍্যাব সদস্যরা একটি রুমের মধ্যে আটকে রেখেছে। কাশেম বলেন,

তিনি দেখতে পান, কারখানার ভিতরে একটি পাটাতনের নিচে নোংরা পানির মধ্যে আনু ও বাবুলের লাশ পড়ে আছে।

জসিম (২৭), শ্রমিক , *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানা

জসিম (২৭), *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে র‍্যাব সদস্যরা সাদা পোষাক পরে বিকাল ৫.০০টা থেকে এলাকায় ঘোরাফেরা করছিল। সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে পুরো আগানগর এলাকা ঘেরাও করে র‍্যাব সদস্যরা অনবরত ছুঁড়তে থাকে। জসিম বলেন, র‍্যাবের ধাওয়া খেয়ে আনু *আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং* কারখানা থেকে এসে তাঁদের কারখানার মধ্যে ঢুকে পড়লে র‍্যাব সদস্যরা তাঁদের কারখানার কাজ বন্ধ করে দেন এবং কারখানার শ্রমিকদের একটি রুমে ঢুকিয়ে দরজা বন্ধ করে দেন। তাঁদের রুমের মধ্যে আটক করে রাখার পরও র‍্যাব সদস্যরা অসংখ্য গুলি করেন। গোলাগুলি বন্ধ হওয়ার পর র‍্যাব সদস্যরা তাঁদেরকে ডেকে কারখানার পাটাতনের নিচে গুলিতে নিহত আনু ও বাবুর লাশ দেখান। জসিম বলেন, ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ দুপুরে পুলিশ ও র‍্যাব সদস্যরা লাশ দুটি নিয়ে যান ।

ফরিদা বেগম (৩২), প্রত্যক্ষদর্শী ও বড় মসজিদ রোডের ৬ নম্বর বাড়ীর বাসিন্দা

ফরিদা বেগম *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ সন্ধ্যা ৭.০০টার দিকে যখন একদল লোক আনুকে ধাওয়া করে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার ভিতরে নিয়ে যান, তখনই তিনি দৌড়ে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং*-এর বিপরীতে তাঁদের বাড়ীর গেটে এসে দাঁড়ান। তিনি বলেন, গেটে দাঁড়িয়ে তিনি দেখতে পান, ৪/৫জন লোক আনুকে ধাওয়া করে কারখানার ভিতরে নেওয়ার পর বোরকাপরা অবস্থায় ১০/১২ জন লোক আসেন। বোরকাপরা লোকগুলো কোথায় যায়, তিনি তা দেখার জন্য চেষ্টা করেন। তিনি দেখতে পান, কারখানার ভিতরে ঢুকে তাঁরা বোরকাগুলো খুলে ফেলেন। তিনি বলেন, বোরকা খোলার পর তিনি তাঁদের গায়ে র‍্যাবের পোষাক দেখতে পান। ফরিদা বলেন, এর পর তাঁরা বন্দুকে গুলি ভরে কারখানার ভিতরে পুকুরের উপরে স্থাপিত ঘরের পাটাতনের দিকে অসংখ্য গুলি ছোঁড়েন। তিনি বলেন, আধা ঘন্টার মধ্যে র‍্যাব সদস্যরা সম্পুর্ণ এলাকা ঘেরাও করে ফেলে। ফরিদা বলেন, রাত ৯.০০টার দিকে র‍্যাব সদস্যরা বাবুলকে *আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং* থেকে আটক করে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং*-এর ভিতরে নিয়ে যান এবং এর পর তিনি আবারও গুলির শব্দ শুনতে পান। তিনি বলেন, বাবুলকে যখন কারখানার ভিতরে নেওয়া হচ্ছিলো, তখন র‍্যাব সদস্যরা পুরো এলাকায় হ্যান্ড মাইকে কোথাও কেউ লুকিয়ে থাকলে বের হয়ে আসতে বলেন। তাঁরা মাইকে আরো ঘোষণা দেন, তাঁরা বেরিয়ে এলে তাঁদের গুলি করা হবে না। ফরিদা আরো বলেন, ৬০/৭০জন র‍্যাব সদস্য বুড়িগঙ্গা সেতুসহ পুরো আগানগর ঘেরাও করে ফেলেন।

সাইফুল ইসলাম, ডেপুটি এ্যাসিস্ট্যান্ট ডিরেক্টর (ডিএডি), ১নং স্পেশাল কোম্পানী, র‍্যাব-১০, ধলপুর, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা

সাইফুল ইসলাম *অধিকার*কে জানান, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে গোপন সংবাদের ভিত্তিতে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার আগানগর এলাকায় ১০ সদস্য বিশিষ্ট র‍্যাবের একটি দল নিয়ে তিনি অভিযান পরিচালনা করতে যান। তিনি তাঁর দল নিয়ে ২য় বুড়িগঙ্গা সেতুর দক্ষিণ প্রান্তের পূর্ব পাশে হাজী আব্দুল বারেক রোডে অনুসন্ধান করতে থাকেন। পরে জানতে পারেন, আগানগরের বড় মসজিদ রোডের ৬নং গলিতে *আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং* কারখানার ভিতরে কারখানার মালিক মোঃ তারেক রহমান, লালবাগের সাবেক সংসদ সদস্য হাজী সেলিমের বডিগার্ড ও ১৩টি মামলার আসামী আনোয়ার হোসেন আনু ওরফে টাইগার আনু, সাবেক সংসদ সদস্য নাসির উদ্দিন পিন্টুর ক্যাডার বাবুল হোসন, হাজারীবাগের নাজির হোসেন, যাত্রাবাড়ীর নাহিদ আহম্মেদ তরিক ও ২২ মামলার আসামী নাদিমসহ আরো বেশ কিছু সন্ত্রাসী গোপন বৈঠক করছেন। তিনি বলেন, র‍্যাব দল *আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং*-এর নিকটে পৌঁছানোর পর সন্ত্রাসীরা গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে পালানোর চেষ্টা করে। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, রাত ৮.১৫টা থেকে অভিযান শুরু হলেও ৮.৩০টা থেকে সন্ত্রাসীদের সঙ্গে গোলাগুলি শুরু হয়। তিনি বলেন, তারেক, নাজির ও নাহিদ ধরা পড়লেও আনু ও বাবুল

র‍্যাব সদস্যদের লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে ছুঁড়তে *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার ভিতরে ঢুকে যায়। তিনি আরো বলেন, র‍্যাব সদস্যরাও তাদের দুজনকে লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়তে থাকে। ডিএডি সাইফুল বলেন, ওই দুই সন্ত্রাসী *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং* কারখানার পুকুরের উপরে তোলাঘরের কাঠের পাটাতনের নিচে নোংরা পানির মধ্যে লুকায়। র‍্যাব ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে দফায় দফায় গুলিবিনিময় চলতে থাকে। তিনি বলেন, সন্ত্রাসীদের তৎপরতা দেখে তিনি বেতার মারফত র‍্যাব-১০-এ ঘটনাটি জানান। পরে র‍্যাব-১০ থেকে আরো র‍্যাব সদস্য তাদের সঙ্গে যোগ দেন। রাত ১০.৩০টার দিকে সন্ত্রাসীদের পক্ষ থেকে গুলি ছোঁড়া বন্ধ হলে র‍্যাব সদস্যরা এগিয়ে যান এবং কারখানার কাঠের পাটাতনের নিচে আনু ও বাবুলকে অস্ত্রসহ দেখতে পান। তিনি বলেন, তখন র‍্যাব সদস্যরা কাঠের পাটাতন ভেঙ্গে দেখতে পান, গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁদের লাশের অর্ধেক নোংরা পানিতে এবং অর্ধেক উপরে পড়ে আছে। তিনি আরো জানান, রাত ১১.০০টায় ফোর্সসহ দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানার ওসি ঘটনাস্থলে আসেন। তখন পুলিশের কাছে আনু ও বাবুলের লাশ হস্তান্তর করে তাঁরা যাত্রাবাড়ীতে র‍্যাব-১০-এর কার্যালয় ফিরে যান। র‍্যাব কর্মকর্তা বলেন, ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে তিনি নিজে বাদী হয়ে সরকারী কাজে বাঁধাদান ও অস্ত্র আইনে ওই পাঁচজনকে আসামী করে দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানায় দুটি মামলা দায়ের করেন।

সৈয়দ সেলিম সাজ্জাদ, ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি), দক্ষিণ কেরাণীগঞ্জ থানা

সৈয়দ সেলিম সাজ্জাদ *অধিকার*কে বলেন, ১২ এপ্রিল ২০০৮ তারিখ রাত ৮.০০টার দিকে র‍্যাব-১০ থেকে তাদের ফোন করে জানানো হয়, আগানগর এলাকায় র‍্যাব-১০ সন্ত্রাসী গ্রেপ্তারের লক্ষ্যে অভিযান চালাচ্ছে। তিনি বলেন, ফোন পেয়ে তিনি থানা থেকে একটি ফোর্স নিয়ে দ্বিতীয় বুড়িগঙ্গা সেতুর নিকটে পৌঁছে দেখতে পান, র‍্যাব সম্পূর্ণ এলাকা ঘেরাও করে সন্ত্রাসী গ্রুপকে আত্মসমর্পণ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছে। ওসি বলেন, আনিকা ওয়াসিং প্লান্ট এন্ড ডাইং-এ গিয়ে তিনি দেখতে পান, তারেক, নাজির ও নাহিদ হাতকড়া পরা অবস্থায় আটক আছেন এবং কালো কাপড়ে তাঁদের চোখ বাঁধা রয়েছে। তিনি র‍্যাব সদস্যদের তাঁদের চোখের বাঁধন খুলে দিতে বলেন। তিনি বলেন, পরে তিনি *শাওন ওয়াশিং এন্ড ডাইং*-এ গিয়ে দেখেন, আনু ও বাবুলের গুলিবিদ্ধ লাশ পড়ে আছে। র‍্যাব কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা শেষে ৩জন পুলিশের একটি ফোর্সকে লাশ দুটির পাহারায় রেখে তিনি থানায় ফিরে যান।

এসআই আমিরুল, র‍্যাব কর্তৃক দায়েরকৃত মামলা দুটির তদন্তকারী কর্মকর্তা

এসআই আমিরুল *অধিকার*কে জানান, ১৩ এপ্রিল ২০০৮ তারিখে র‍্যাব-১০-এর ডিএডি সাইফুল ইসলাম বাদী হয়ে পাঁচজনকে আসামীকরে দুটি মামলা দায়ের করেন।

সরকারী কাজে বাধাদানের অভিযোগে দায়েরকৃত মামলাটির নম্বর ১৭; তারিখ ১৩/০৪/২০০৮ এবং ধারা ৩৩২,৩৩৩,৩৫৩,৩০৭,৩০২,৩৪ দন্ডবিধি। এ মামলার আসামী (১) আনোয়ার হোসেন আনু, (২) মোঃ বাবুল, (৩) মোঃ তারেক রহমান, (৪) নাজির হোসেন ও (৫) নাহিদ।

অস্ত্র আইনে দায়েরকৃত মামলাটির নম্বর ১৮; তারিখ ১৩/০৪/২০০৮। আসামী উক্ত পাঁচজন।

তিনি বলেন, মামলা দুটির এজাহারে উল্লেখ করা হয়েছে, র‍্যাব ও সন্ত্রাসীদের মধ্যে প্রায় আড়াই ঘন্টা ব্যাপী বন্দুকযুদ্ধ চলে। ১০ জন র‍্যাব সদস্য এ অভিযানে অংশ নেয়। তিনি বলেন, এজাহারে আরো উল্লেখ করা হয়েছে, অভিযান শেষে র‍্যাব ঘটনাস্থল থেকে একটি ইয়ামাহা এক্সএল মোটরসাইকেল, দুটি রিভলবার, দুটি গুলি ও দুটি গুলির খোসা উদ্ধার করে।

নব জ্যোতি খীসা, ওসি, লালবাগ থানা

নব জ্যোতি খীসা *অধিকার*কে বলেন, লালবাগ থানায় আনোয়ার হোসেন আনু ওরফে টাইগার আনুর নামে মোট ১১টি এবং বাবুলের নামে দু'টি মামলা ছিল।

ডাঃ কে এম আজাদ, প্রভাষক, ফরেনসিক মেডিসিন বিভাগ, স্যার সলিমুলাহ মেডিকেল কলেজ, ঢাকা।

ডাঃ কে এম আজাদ *অধিকার*কে বলেন, নিহত আনুর মাথার পিছনে একই জায়গা দিয়ে তিনটি গুলি ভেদ করায় ডান চোখ, কান ও নাকের অংশ বিশেষ শরীর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। তিনি বলেন, ক্ষতচিহ্নগুলোর ধরন দেখে তাঁর মনে হয়েছে, বন্ধুকের নল ঠেকিয়ে তাঁকে গুলি করা হয়েছিল। ডাঃ আজাদ বলেন, তাঁর শরীরের যেসব জায়গায় গুলি লেগেছিল, সেসব জায়গা থেকে রক্তপাত হওয়ার কোন আলামত তিনি দেখেন নি।

বাবুলের লাশের অবস্থা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাবুলের মাথার সামনে গুলি লেগে পিছন দিক দিয়ে বের হয়ে যায় কিন্তু তাঁর মাথায় ঠিক কতগুলো গুলি লেগেছিল, তার সঠিক পরিসংখ্যান বের করা তাঁদের পক্ষে কঠিন ছিল। তিনি বলেন, বাবুলের বামপায়ের হাঁটুতেও একটি গুলির চিহ্ন ছিল। তিনি আরো বলেন, মৃত্যু নিশ্চিত করতে তাঁকে সরাসরি কাছ থেকে গুলি করা হয়েছিল বলে গুলির ধরন দেখে তাঁর মনে হয়েছিল।

–সমাপ্ত–